अमर चित्र कथा

नं 347 टा. 4/-

एकचक्रानगरे पाण्डवेरा

महाभारत-१०

Indraindrajal.blogspot.in

DILIP KADAM.

অমর চিত্র কথা

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহ সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত
সুব্বারাও
বিবরণ
কমলা চন্দ্রকান্ত
টি. এম. পি. নেডুংগড়ী
চিত্রশিল্পী
দিলীপ কদম
শিল্প-উপদেষ্টা
রাম ওয়াঈরকর
ভাষান্তর
দেবরানী মিত্র
প্রস্তুতি
গোবিন্দ কোটয়ানী

*

প্রকাশনায়ঃ
এইচ. জি. মীরচন্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি.
এইচ. প্রিণ্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।
© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬
দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত. ১৯৮৪।
বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক ঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট.
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৮০৪৩

মহাভারত

মহাভারত দীর্ঘতম মহাকাব্য। এটি সার্থকতম মহাকাব্যও বটে। কারন, মহাভারত শুধু চিরকালের সেরা সাহিত্যকীর্তিই নয়, এটি একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র আর নীতি ও আচরনরীতির সুসমগ্র সারগ্রন্থ।

মহাভারতের সৃষ্টি রহস্যে আবৃত। এক্ষেত্রে বোধহয় এমনই হওয়া উচিত। মানুষ গভীর অনুসন্ধিৎসা সহকারে এর অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে প্রচেষ্ট হয়েছে - এর সৃষ্টিকর্তা বেদব্যাসের ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করতে, এর রচনাকাল সুনির্ধারন করতে আর এর ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষন করতে। কিন্তু মানুষের মনে আজও অনিশ্চয়তা থেকে গেছে।

এই লক্ষাধিক শ্লোক রচনা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব? শ্রুতি-পরম্পরায় প্রাপ্ত এই কাব্যটি কি লেখা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৮০০ সালে, না খৃঃ পূঃ ৬০০ সালে, কিম্বা খৃঃ পূঃ ৩০০ সালে? বিচিত্রিত ধূসর বর্ণের আর উত্তর দেশীয় কৃষ্ণ বর্ণের প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্যের স্তরবিচার, কিম্বা আধুনিক কালের নগরনগরীর ও সমতলভূমির সংগে নামের মিল, নয়তো খনন করে পাওয়া বস্তুসামগ্রীর ওপর 'রেডিও-কার্বন' পরীক্ষা কাব্যটির ঐতিহাসিকতা কি সমর্থন করে? এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনও উত্তর নেই।

এই কাহিনীর কেন্দ্রঘটনা — কৌরব ও পাণ্ডব, এই দুই রাজবংশীয় ভ্রাতাবর্গের রেষারেষি, যা আঠেরো দিন ব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধে পরিসমাপ্তি পেয়েছিল — নিশ্চয়ই কোন সত্যঘটনা-ভিত্তিক।

মূল কাহিনীর যে সব ভাষ্য আছে তা' তিনটি পাঠান্তরের নির্দেশ দেয়: প্রথমটি বেদব্যাসের নিজের আবৃত্তি, দ্বিতীয়টি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে যেরকম বলেছিলেন, আর তৃতীয়টি কোন এক সৌতির যিনি বৈশম্পায়নের আবৃত্তি শুনেছিলেন। মুদ্রনপ্রথার চল হয়ে নির্ধারিত পাঠের সংস্করন প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই কাব্যের মধ্যে অনেক নতুন সন্নিবেশ, অনেক নতুন কাহিনী যুক্ত হয়েছে।

এই সিরিজের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নির্দেশ নিয়েছি:

(১) মহাভারত — হিন্দী অনুবাদ সংবলিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ,
রচয়িতা: পণ্ডিত রামনারায়নদত্ত শাস্ত্রী(রাম),
প্রকাশনায়: গীতা প্রেস, গোরখপুর।

(২) শ্রী মহাভারতম — মালয়লাম ভাষায় পদ্যানুবাদ,
কবি: কুঞ্জিকুট্টম তাম্পুরম,
প্রকাশক: এস. পি. সি. এস., কোট্টয়ম।

(৩) দি মহাভারত — প্রতাপ চন্দ্র রায়ের ইংরাজী গদ্যানুবাদ,
প্রকাশক: মুন্সীরাম মনোহরলাল, নয়া দিল্লী।

(৪) পুনার 'ভাণ্ডারকর অরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর
প্রকাশিত সমালোচনামূলক সংস্করন।

অমর চিত্র কথা এর আগে মহাভারতের অনেকগুলি প্রিয় গল্প পরিবেশন করেছে। সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছে তাদের আবেগ, ও চিত্তাকর্ষক আবেদনের ভিত্তিতে। আর চিত্র কথার ধরনের অনুযোগী করে সেগুলির অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে।

৬০ খণ্ডে সমাপ্য বর্তমান সিরিজে কিন্তু, সংক্ষেপিত করা সত্ত্বেও, মূল সংস্কৃত রচনাকে অব্যতিক্রমে অনুসরন করা হয়েছে।

(এই সিরিজের বাংলা সংস্করনে ভাষান্তর করেছেন শ্রীমতী দেবরানী মিত্র)।

মহাভারত-১০
একচক্রা নগরে পাণ্ডবেরা

ভরতবংশীয়দের নিয়ে লেখা ব্যাসদেবের মহাকাব্য, অমর ঋষি স্বয়ং ব্যাসদেবের নির্দেশেই, তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

যাঁদের সাহিমান্বিত উপস্থিতিতে এটি পাঠ করা হয়েছিল তাঁরা হলেন, রাজা জনমেজয় আর আর তাঁর আয়োজিত সর্পসত্রে* আগত প্রাজ্ঞ ও ধীমান মুনিঋষিবৃন্দ।

বৈশম্পায়নের এই আবৃত্তির যে রূপায়ন আমরা করছি তার নবম পর্যায়ে ছিল, বারনাবতের অগ্নিকাণ্ড এড়াবার পর পাণ্ডবদের দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। তাদের, নিকটবর্তী নগরী, একচক্রায় আগমন আর সেখানে এক ব্রাহ্মনের বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহনের ঘটনায় এই পর্যায়ের পরিসমাপ্তি হয়েছিল

* ১২ বাসর-ব্যাপী সর্পযজ্ঞ

BENG

ঋষিবর, একচক্রা নগরে আসার পর পাণ্ডবেরা কি করল বলুন।
একচক্রা নগরে এসে পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মনের বাড়ীতে বাস করতে লাগল। তাদের দেখতেও যেমন তপস্বীদের মতো, তারা দিন কাটাতেও লাগল ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর মতো। তাদের ধার্মিক ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।
"সূর্যাস্তের সময় তারা বাড়ী ফিরে তাদের ভিক্ষান্ন কুন্তীকে এসে দিত ...
"... আর, কুন্তী যেরকম ভাগ করে দিতেন, তারা মহা সন্তোষে তাই গ্রহন করত।

BENG.

Indrajal...blogspot.in

"মহারাজ, সেই কান্না শুনে কুন্তী ভীমকে বললেন:
আ-হা-আঁ-উঁ-
ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই দারুন কোন দুঃখ-বিপদে পড়েছে। ওনাদের কোন সাহায্য করতে পারলে আতিথিসেবার কিছু প্রতিদান দিতে পারি।
যারা অন্যের বাড়ীতে সুখে থাকতে পায়, তাদের মতো আমার সারাক্ষন ওনাদের উপকার করার চিন্তা মনে ঘুরে বেড়ায়।
যে উপকার ফিরিয়ে দিতে পারে, আরও বেশী উপকার করে, সেই তো প্রকৃত পুরুষ।
"তখন ভীম বলল:
মা, ওনাদের কি দুঃখ জেনে এসে আমায় বল। ওঁদের দুঃখ দূর করতে, যত কঠিন কাজই হোক না কেন, আমি তা করতে চেষ্টা করব।

BENG.

"তখন কুন্তী অন্দর-মহলে প্রবেশ করে দেখলেন গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে, স্ত্রী, পুত্র আর কন্যার সঙ্গে, বিষন্ন মনে বসে থাকতে।

"তিনি শুনলেন যে ব্রাহ্মণ বলছেন:

এই অন্তঃসার-
শূন্য আর অর্থহীন
জীবনে যেন্না ধরে গেছে!
ব্যথার ভিতে আর শৃংখলের বাঁধুনীতে গড়া এই জীবন কেবল দুঃখ-দুর্দশার জন্ম দেয়।

হায় ব্রাহ্মণী,
আমি আগেই কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চেয়েছিলুম, তুমিই তখন আমার কথায় কোন কান দাও নি।

যতবার তোমায় অনুরোধ করেছি তখনই বলেছ: আমার জন্ম এখানে আর বড়ও হয়েছি এখানে, আমার বাবারও তাই। নিজের আত্মীয়স্বজনের মোহে আমার কথা শোন নি।

BENG

আর এখন? এখন তোমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনেরাই ধ্বংস হতে চলেছে।
কিম্বা, হয়তো আমিই মরতে বসেছি।
এই মহা বিপদে পড়েছি, আর বাঁচবার উপায়ও কিছু ভেবে পাচ্ছি না।
"মহারাজ, ব্রাহ্মণের এই সব খেদোক্তি শুনে ব্রাহ্মণী বলল:
তুমি বিদ্বান, তুমি জান যে মানুষমাত্রেরই মৃত্যু অবধারিত। যা ঘটবেই তা নিয়ে দুঃখ করার কোন মানে হয় না।
আমি নিজেই যাব ওখানে।

"এ কথা শুনে ব্রাহ্মণ চীৎকার করে উঠলেন:

তোমাকে কিছুতেই যেতে দিতে পারব না। তুমি আমার সহধর্মিনী। আত্ম-ত্যাগপূর্ণ ভালবাসায় মায়ের সমান। তুমি আমার ঈশ্বরদত্ত জীবন-সংগিনী, জীবনের একান্ত অবলম্বনও তুমি।

"ব্রাহ্মনী উত্তর দিল:

ন্যায়-শাস্ত্রের অধিকর্তা ঋষিরা, স্ত্রী-হত্যা বর্জনীয়, এই বিধান দিয়েছেন। শুনেছি, রাক্ষসেরাও নীতি-শাস্ত্র মেনে থাকে।

সুতরাং, এই রাক্ষস যেমন পুরুষ-মানুষ পেলে তাকে অবশ্যই মারবে, মেয়ে-মানুষকে মারবে কিনা সন্দেহ।

তাছাড়া, আমার কর্তব্য-কাজতো সবই করেছি, তোমাকে ছেলেমেয়েও দিয়েছি - জীবনের সব ব্রতই সারা হয়ে গেছে। এখন আমার মরতে কোনো দুঃখ নেই।

সুতরাং আমাকে রাক্ষসের কাছে পাঠালে কোনো অধর্ম হবে না।

BENG.

"ব্রাহ্মনীর এই সব কথা শুনে ব্রাহ্মন তাকে আলিংগন করলেন আর দুজনে গভীর শোকে কাঁদতে লাগলেন।

"বাবা-মার শোকে কাতরা হয়ে তাঁদের মেয়ে বলল:

মুক্তির যেন কোন উপায় নেই, এই রকম ভাবে কাঁদছ কেন? আমার কথা মন দিয়ে শোন, তারপর যা ভাল বোঝ কর।

আমার ছোট্ট ভাইটির কথা ভেবে দেখ। তোমরা পৃথিবীতে না থাকলে এই কচি বয়সে সে বাঁচবে কি করে?

পুত্র হচ্ছে মানুষের দ্বিতীয়-সত্ত্বা, আর স্ত্রী তার জীবন-সাথী। সুতরাং তোমাদের এই উভয়-সংকট থেকে বাঁচাতে আমার যা কর্তব্য তা করতে দাও।

BENG.

"তখন ব্রাহ্মন বললেন:

আমার এই নিরপরাধা মেয়েকে কি আমি ত্যাগ করতে পারি! এই মেয়েইতো আমায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেবে, আমায় নাতি-পুতি দিয়ে মোক্ষ দেবে।

"ব্রাহ্মনকন্যা উত্তর দিল:

মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন, একদিন না একদিন আমাকে বিদায় করতেই হবে। আজই ছাড় না কেন!

"তখন তিনজনেই করুনস্বরে কাঁদতে লাগল।

"এই ব্যাপার দেখে-শুনে তাদের শিশুপুত্র আধো আধো গলায় মিষ্টি করে বলল:

কেঁদো না বাবা...

... মা, কাঁদতো কেন...

... দিদি, তুমিও কেঁদো না।

BENG.

"তারপর একটা ঘাসের শীষ তুলে নিয়ে...
"শিশুটি বলল:
এতা দিয়ে দুত্তু রাক্‌কোত মেরে ওর মানুত ধরে খাওয়া দূর করে দোব।
"গভীর দুঃখের মাঝেও ছেলের এই আধো আধো মিষ্টি কথা শুনে সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।
"এই সুযোগে কুন্তী ব্রাহ্মণদের কাছে এগিয়ে এসে তাদের বললেন:
আপনাদের দুঃখের কারন কি জানতে ইচ্ছে হয়। কারন জানলে এর নিবারন করার যথা-সাধ্য চেষ্টা করব।

BENG

"ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন :

সাধ্বী, আপনি মহিয়সী, আর মহান ব্যক্তিরা একথাই বলবে। কিন্তু, আমাদের যে দুঃখ, তা মোচন করা মানুষের সাধ্য নয়।

আর, আমরা যে রকম রাজার রাজত্বে বাস করছি তাতে, আমাদের ভাগ্যে এ রকম ঘটা বিচিত্র নয়।

আমাদের রাজা অবোধ, অপারগ আর এই রাজ্যের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানহীন।...

... এখন, বক নামে এক দুর্দান্ত নরখাদক রাক্ষস এই নগর, এই দেশ শাসন করে, রক্ষা করে।

আমাদের তাই কোনো শত্রুভয় নেই, কোন জীবেই ভয় নেই। কিন্তু...
...কিন্তু তাকে দক্ষিণা দিতে হয় তার প্রতিদিনের খাবার। তা হল, একগাড়ী ভাত, গাড়ীর মোষ দুটো আর...
...যে লোকটি ওগুলি সংগে ক'রে নিয়ে যায়, সে লোকটিও।
পালা ক'রে প্রত্যেক গৃহস্থকে এগুলি পাঠাতে হয় প্রতিদিন। অবশ্য এক এক জনের পালা আসে অনেক বছর পরে পরে।

যারা এই পালা ভংগ করে, রাক্ষস নিজে এসে তাদের, আর তাদের স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে - পরিবারের সবাইকে মেরে খেয়ে ফেলে।

এখন আমার পালা এসেছে। আমার ধনও নেই যে আমার বদলে কোন লোক কিনে পাঠাব। আর আমার প্রিয়পাত্রদের কণ্ঠকে রাক্ষসের কাছে পাঠাই কি করে!

banglainternet.blogspot.in

এই রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচবারতো কোনো উপায় দেখছি না। ভাবছি, আজ সবাই মিলেই ওর কাছে যাব। সবাইকে একসঙ্গে খেয়ে ফেললেই ভাল।

"তখন কুন্তী বললেন:

আপনার একমাত্র ছেলে নেহাৎই শিশু, আপনার একমাত্র মেয়ের কেমন ধর্মে মতি! আপনাদের কাউকে চলে যেতে দেখলে আমার ভীষণ দুঃখ হবে।

আমার পাঁচ ছেলে। তাদের একজনকে আজ যেতে দিন। তাহলে আমাদের ঋনমুক্তিও হয়।

"এই প্রস্তাবে, মহারাজ, ব্রাহ্মন ঘোর আপত্তি করে বললেন:

নিজের প্রান বাঁচাতে আমি এমন কাজ কখনও করতে পারব না। কোন নিষ্ঠুর নীচ লোকও এমন কাজ করবে না।

"তখন কুন্তী বললেন:

রাক্ষসের সাধ্য হবে না যে আমার ছেলেকে মেরে ফেলে। এই ছেলে শুধু যে বীর তা নয়, দৈববলের অধিকারীও বটে। কত রাক্ষস যে ওর সংগে লড়তে গিয়ে মরেছে তা আমি দেখেছি।

তবে এসব কথা কাউকে বলবেন না যেন। অনেকেই কলা-কুশলীদের খোঁজে থাকে – তারা এসে জ্বালাতন করবে।

আর গুরুর অনুমতি না নিয়ে যদি আমার ছেলে তার বিদ্যা প্রদর্শন করে...

...তাহলে তার বিদ্যার তেজ অনেক কমে যাবে।

মহারাজ, কুন্তী এইভাবে অনেক বোঝানোর পর ব্রাহ্মনেরা তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হল। তখন কুন্তী আর সেই ব্রাহ্মন ভীমকে বক-রাক্ষসের কাছে যেতে বললেন। ভীমও তখুনি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

Indrajal Comics

"ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্য পাণ্ডবেরা ভিক্ষে করা শেষ করে সেখানে এসে উপস্থিত হল।

"আর শুধু ভীমের হাবভাব দেখেই যুধিষ্ঠির বুঝতে পারল তার এই ভাই এক মহাশক্তির কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

"সে মাকে একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল:

ভীম একটা কিছু করতে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কাজটা কি?

তোমার আদেশেই করছে, না নিজেই এটা করা ঠিক করেছে?

"কুন্তী, তাকে ভীমের কাজের কথা বলে, বললেন:

আমার আদেশেই ভীম, ব্রাহ্মণের উপকার আর এই নগরীর উদ্ধারের জন্যে, এই মহান ব্রত সম্পন্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

BENG.

"যুধিষ্ঠির বলল:
মা, পুত্রকে পরিত্যাগ করা ঋষিজনের অনুমোদিত নয়।
অন্যলোকের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে নিজের ছেলেকে বলি দিতে মনস্থ ক'রে তুমি বেদনীতির আর জগতের সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধ কাজ করেছ।
আসন্ন বিপদ দেখে কি তোমার বিচারবুদ্ধি ক্ষীণ হয়েছে? যুক্তিজ্ঞান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে? নয়তো ভীমকে ত্যাগ ক'রতে তোমার মতি হ'ল কি ক'রে?
এই ভীমের সর্বজয়ী শক্তি সব সময় শংকিত শকুনি আর দুর্যোধনের নিদ্রা হরণ করেছে ...
...আমাদের জ্বলন্ত জতুগৃহ থেকে বাঁচিয়েছে...
... আর তার প্রবল বাহুচ্ছায়া আমাদের আশ্বাস দিয়েছে সুখনিদ্রার আর হৃতরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করার।

"কুন্তী উত্তর দিলেন:
ভীমের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। আর আমার এই সিদ্ধান্ত আমার বুদ্ধিবিভ্রমের বশেই যে নেওয়া হয়েছে তা নয়।
ভীমের শক্তি তো দেখেছি, জতু-গৃহ থেকে পালিয়ে আসার সময় আর হিড়িম্ব-বধের সময়। ওর ওপর আমার চিরকালের ভরসা এ সব দেখে আরও দৃঢ়মূল হয়েছে।
তার এই অযুত হাতীর মতো শক্তিই তোমাদের সবাইকে একসংগে বহে নিয়ে এসেছে বারনাবত থেকে এতদূরে। তোমরাওতো এক একটা হাতীর মতো।
জান, অনেক বছর আগে জন্মাবার কিছু পরেই ও আমার কোল থেকে পড়ে গেছিল অনেক নীচে পাথরের ওপর। পাথর ভেঙেছিল ওর ভারে।

BENG.

ভীমের শক্তি যে কতো তা আমি ভালভাবেই জানি, আর তাই তাকে এ কাজের ভার দিয়েছি। আমার এই সিদ্ধান্তের মূলে অজ্ঞানতাও নেই, লোভও নেই কোনও, আর নেই কোন নির্বুদ্ধিতা। অনেক ভেবেচিন্তেই এই সম্পূর্ণ ধর্মসম্মতানুযায়ী কাজটি করা হয়েছে।

এই কাজের ফলপ্রসূ গুণ দুটি : ব্রাহ্মণের আতিথেয়তার যোগ্য প্রতিদান, আর পরম ধর্মের প্রতিপালন। ক্ষত্রিয়ের ধর্মই হল আতুরের প্রয়োজনে তার প্রতিরক্ষা করা। আর এই ধর্ম পালন করলেই তাকে মহান বংশের সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া যায়, রাজসম্মানে সম্মানিত করা হয়।

"তখন যুধিষ্ঠির বলল :

আ, এখন বুঝতে পারছি যে তোমার এই সিদ্ধান্ত, শুধু সজ্ঞানেই নয়, সত্যিই সমুচিত হয়েছে। ভীম অবশ্যই রাক্ষসকে মেরে ফিরে আসবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণকে বুঝিয়ে বল, যেন এ ঘটনা নগরের লোকেরা ঘুনাক্ষরেও টের না পায়।

BENG.

"তারপর রাত ভোর হলে, ভীম রাক্ষসের সমস্ত খাবার-দাবার নিয়ে তৈরী হল আর সবাইকে বিদায় জানিয়ে যাত্রা শুরু করল।

"পাণ্ডুর এই মহাবল পুত্র তারপর রাক্ষসের বাসভূমি এক বনে প্রবেশ করল, আর নিজেই রাক্ষসের বরাদ্দ খাবার খেতে খেতে ...

"... হাঁক দিয়ে উঠল:

বক-
ও বক-
ব-অ-ব-

Indrajal Graphics

Indrajal.blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

"... আর দুহাত তুলে ভীমের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল — ভীমকে মেরে ফেলল বুঝি। ভীম কিন্তু গভীর তাচ্ছিল্যে নির্বিকার ভাবে খেয়ে চলল রাক্ষসের খাবার গুলো।

"রাগে আত্মহারা হয়ে রাক্ষস ভীমের পিঠের ওপর দমাদম ঘুসি চালাতে লাগল।

"কিন্তু ভীমের যেন তার দিকে ফিরে তাকাবারও সময় নেই। সে গবাগব খেয়েই চলল।

" তখন সেই রাক্ষস রাগে পাগলের মতো হয়ে একটা বিরাট গাছ উপড়ে নিয়ে ...

" ... ভীমের দিকে ছুঁড়ে মারল। ভীমের তখন খাওয়া শেষ – পেট ভরে খেয়ে মনের খুশিতে সে উঠে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধ করতে।

" ভীম যেন খেলার ছলে বাঁ হাতেই গাছটা ধরে ফেলে ...

"... সেটাকেই আবার ছুঁড়ে দিল রাক্ষসের দিকে।

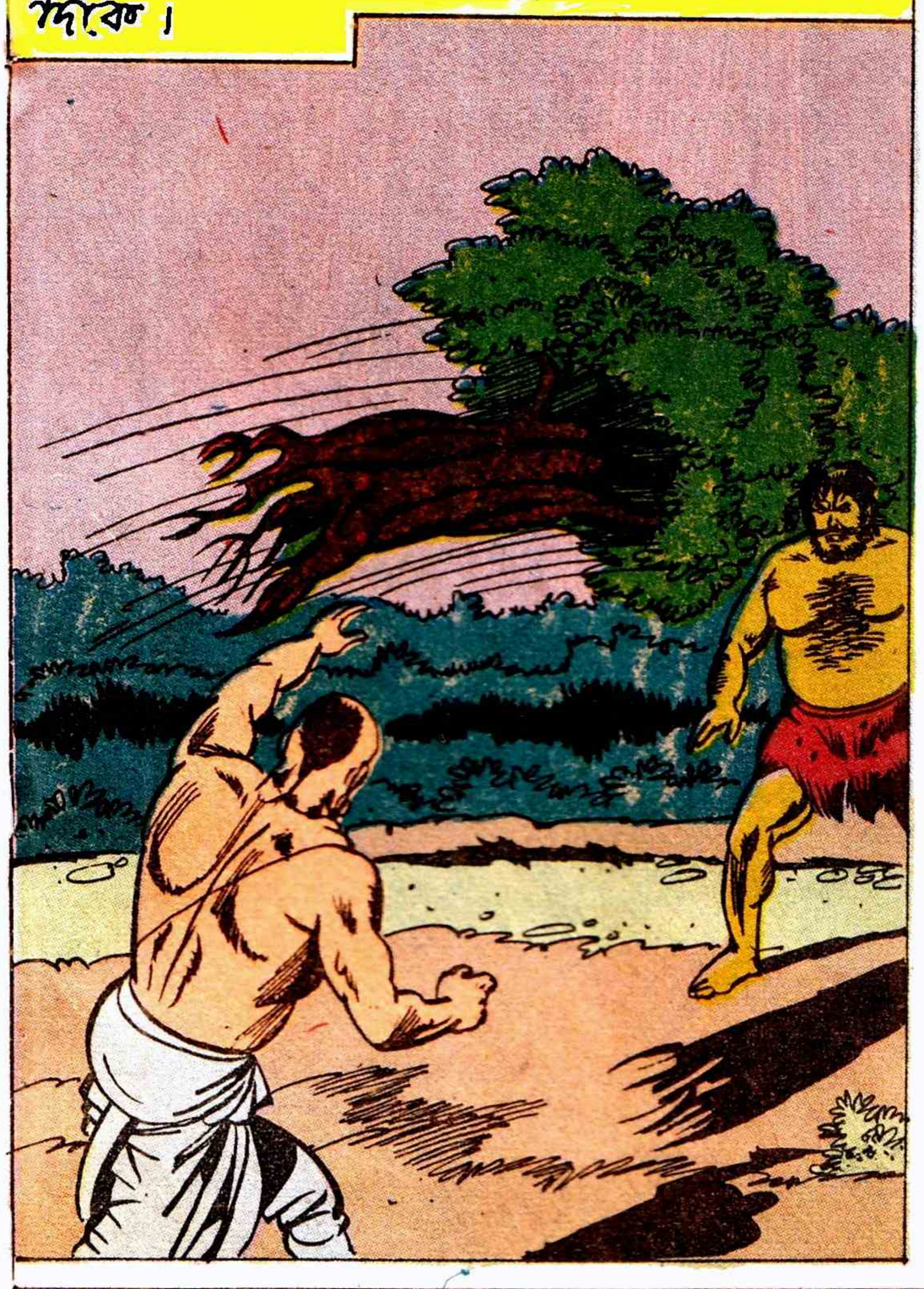

... আর ভীমও সব গাছ একে একে ফিরিয়ে মারল রাক্ষসের গায়ে। পাণ্ডব রাজপুত্র আর রাক্ষসের সেই লড়াই এত ঘোরতর হল যে কিছুক্ষনের মধ্যেই বনের সব গাছ উৎপাটিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"মহারাজ, ক্ষিপ্ত রাক্ষস তখন একটার পর একটা গাছ উপড়ে ফেলে ভীমের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল।

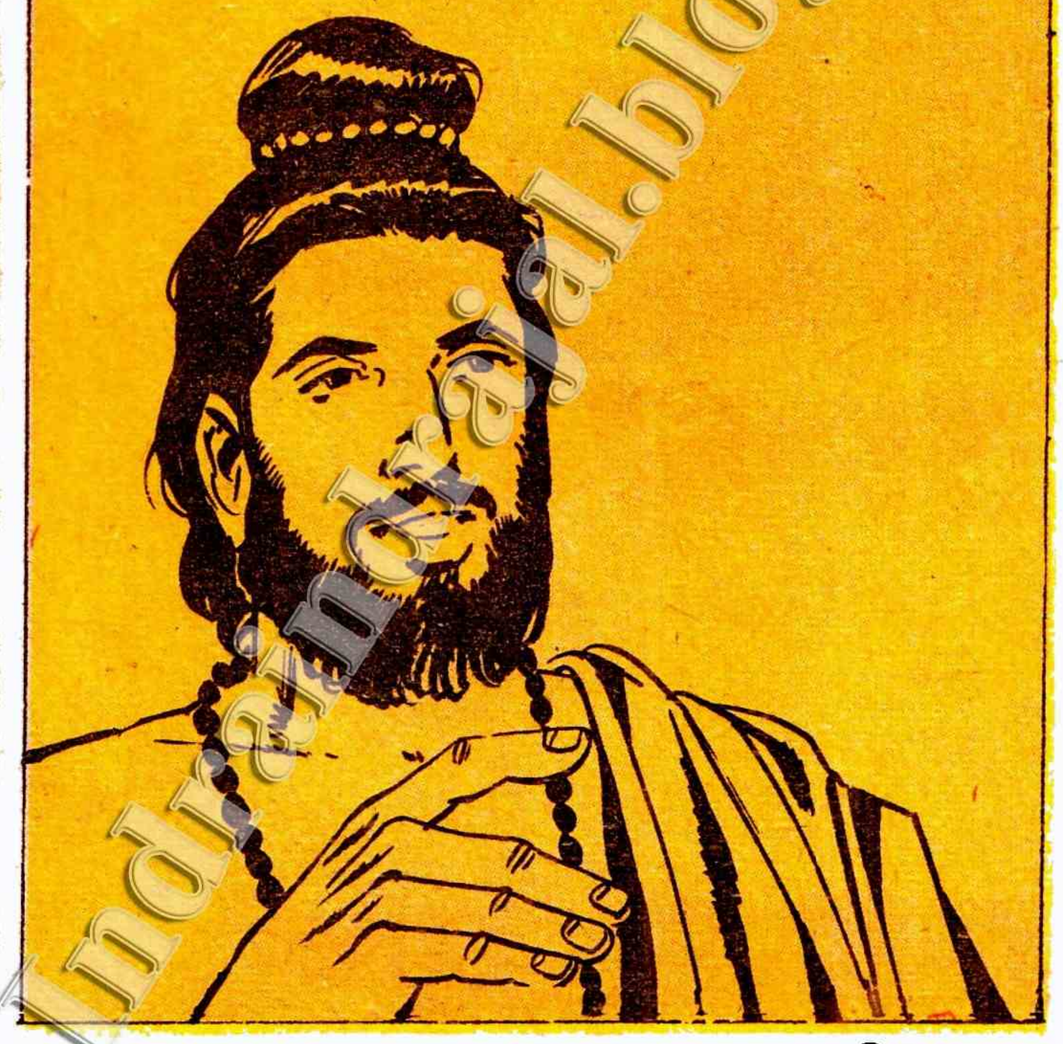

Indrajal.blogspot.in

"তারপর রাক্ষসটা ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। মহাবল মহাবীর ভীমও তাকে দুহাতে জাপটে ফেলল।

"তারপর তার দুহাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। নরখাদকও তার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভীমকে টানবার চেষ্টা করতে লাগল। দুজনের শক্তির চাপে সারা পৃথিবী যেন কেঁপে উঠল থরথর করে।

"এরপর ভীম যখন দেখল রাক্ষস বেশ অবসন্ন হয়ে পড়েছে, সে তখন তাকে শুইয়ে ফেলে হাঁটু দিয়ে তার কোমর চেপে ধরল।

" তারপর তার হাত ধরে...
"... প্রানপন শক্তিতে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে দিল। নরখাদক এবার কাতরভাবে গর্জন করে...
আঃ-আঃ-আঃ
"... শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তার গর্জনে ভয়ে সচকিত হয়ে রাক্ষসের স্বজন-পরিজনেরা ছুটে এল সেখানে।
GENG

"সেই ভীত-শঙ্কিত দলকে দেখে ভীম তাদের সান্ত্বনা দিল। তারপর বলল :
কখনও কোন মানুষ মেরো না তোমরা। মারলে তোমাদেরও বকের মতো দশা হবে, বুঝলে!
"রাক্ষসেরা ভীমের নির্দেশ মেনে চলবে বলে অংগীকার দিল। তখন ভীম নরখাদক বকের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলল...
"... নগরীর দ্বারে। সেখানে চুপিচুপি সকলের অজান্তে দেহটা রেখে দিয়ে ...
"... ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ফিরে গেল।

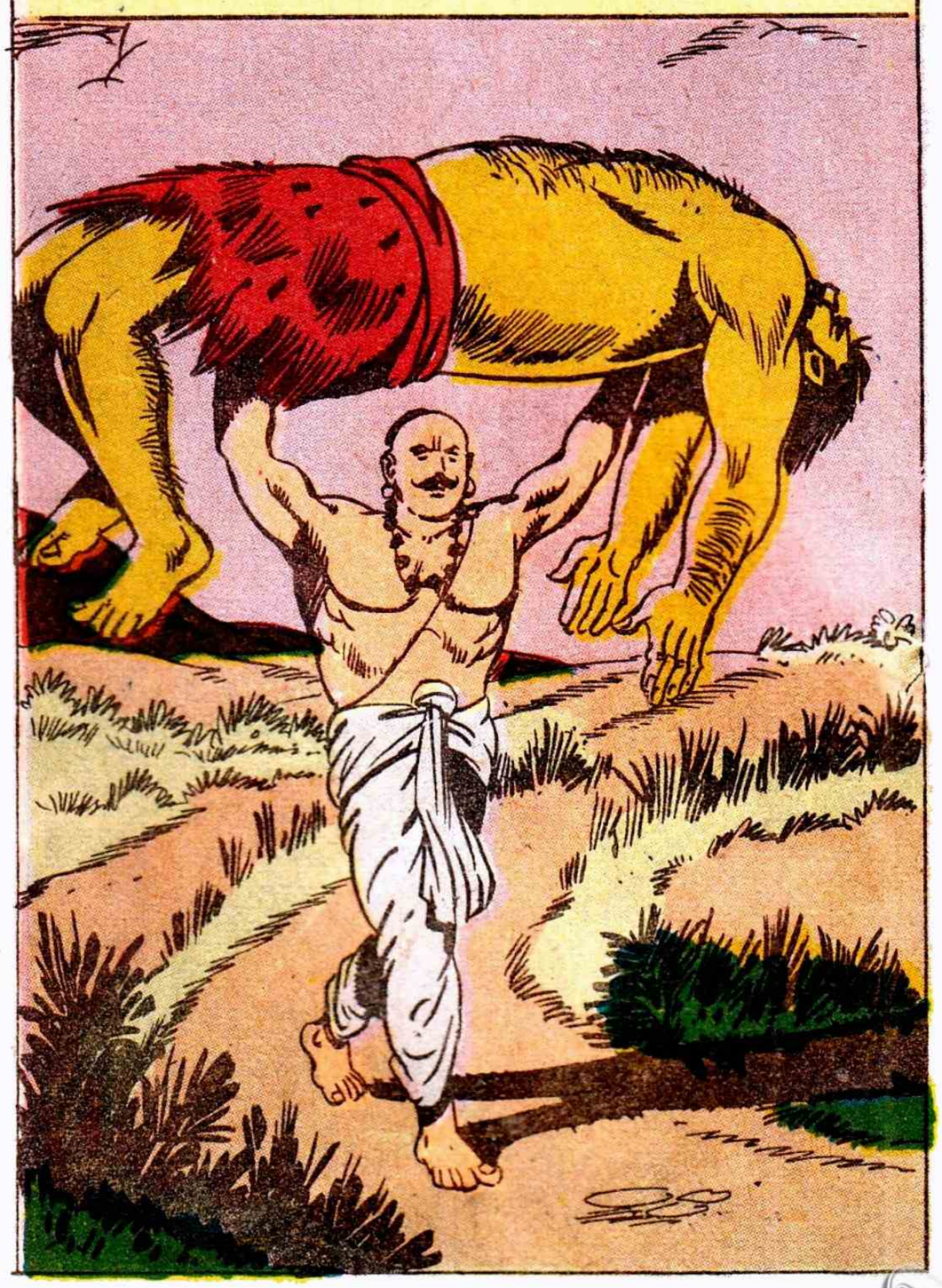

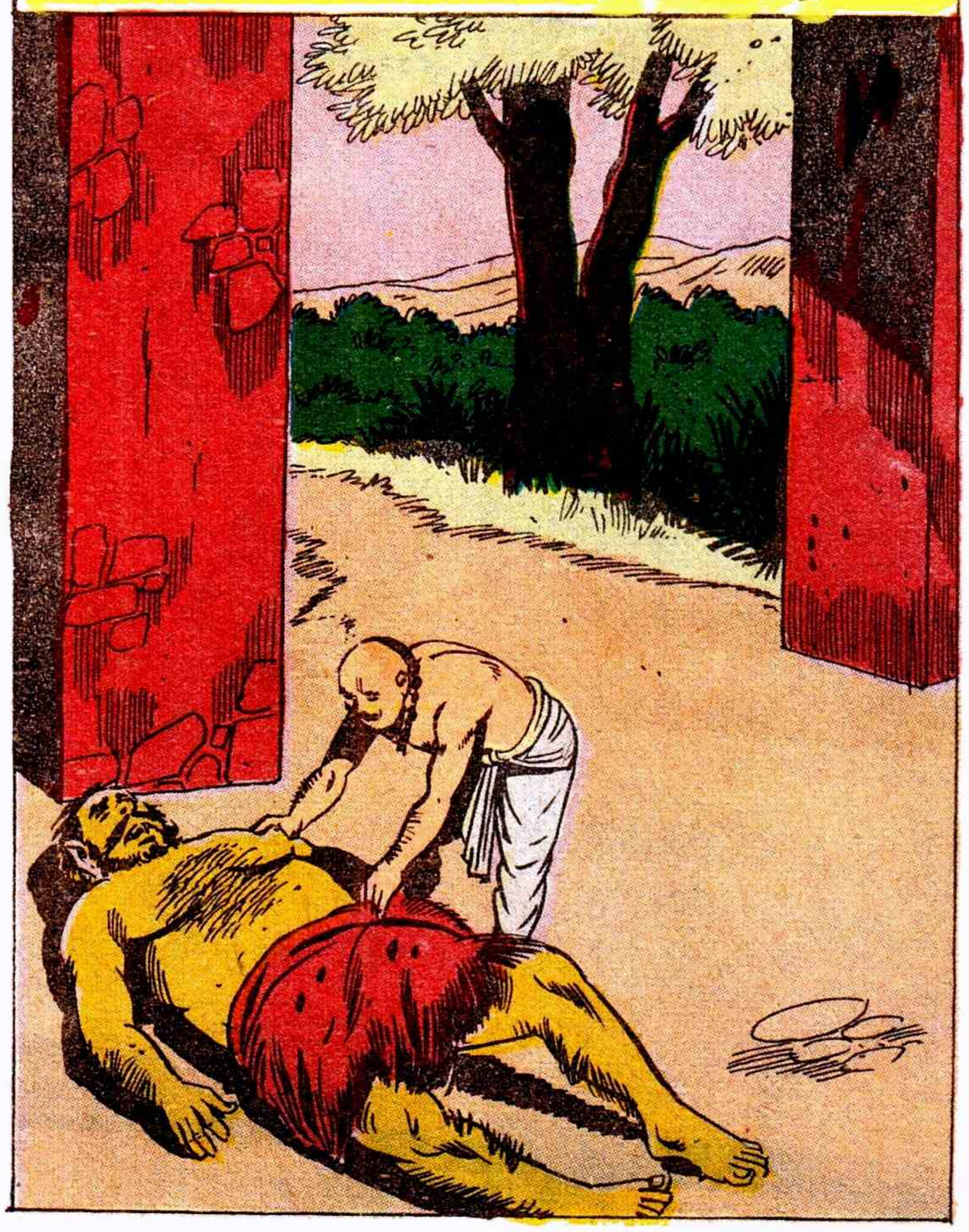

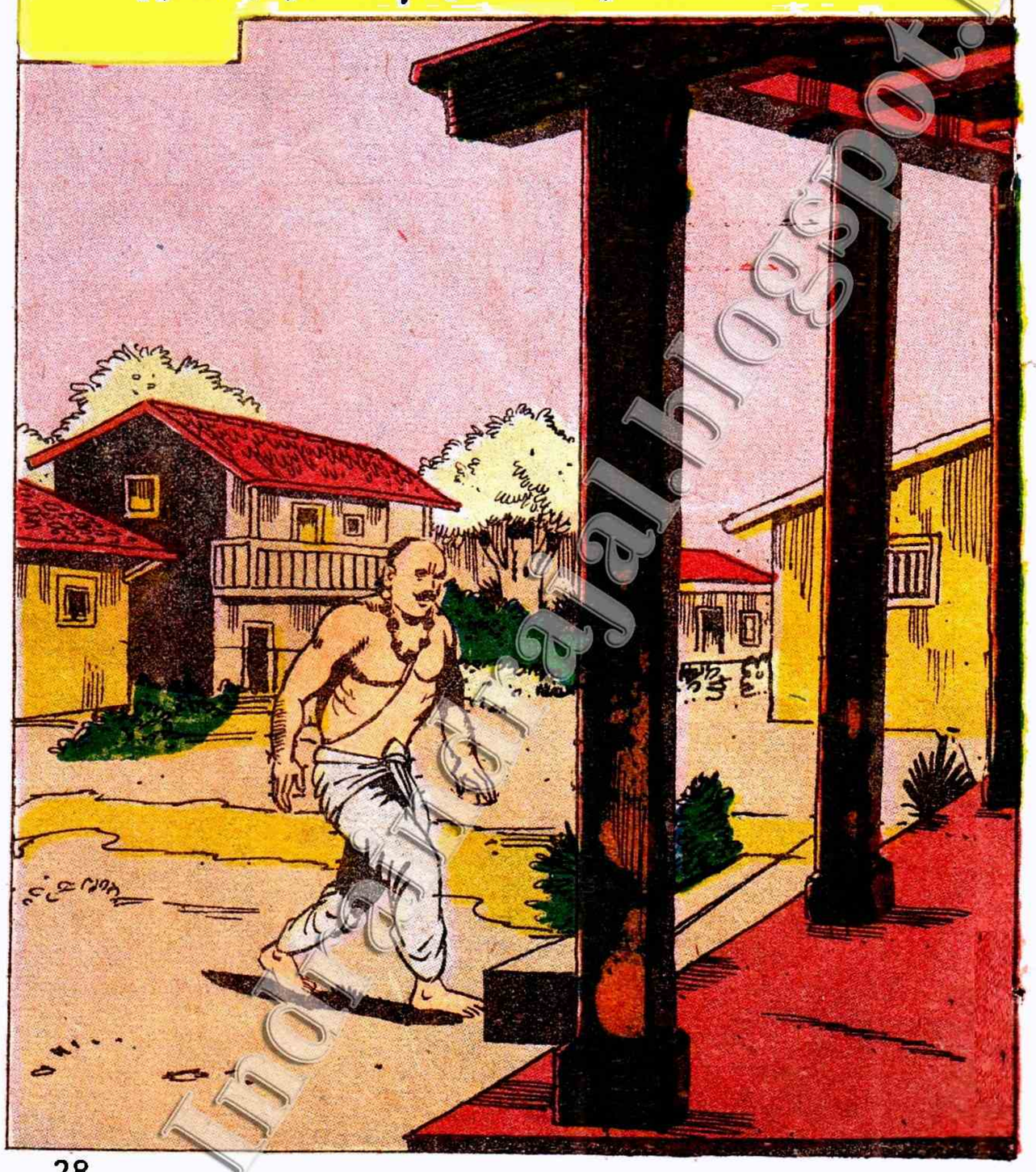

" পরদিন সকালে নগরবাসীরা নগরের বাইরে আসতে গিয়ে দেখল রাক্ষস মরে পড়ে রয়েছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেহ।

" তারা ফিরে গিয়ে এ সংবাদ সারা নগরে রটিয়ে দিল।

" আর কাতারে কাতারে যুবা-বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত লোক, তাদের পরিবার, সন্তান সন্ততিদের নিয়ে দেখতে এল ভীড় করে। বরু মৃত, দেখেও যেন বিশ্বাস হয় না। আর এ অসাধ্য সাধন করল কে!

Indrajal Comics

তারা প্রথমে মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিল, তারপর হিসেব ক'রে দেখল, আগের দিন কার পালা ছিল, বকের খাবার নিয়ে যাওয়ার।
"তখন তারা চলল সেই ব্রাহ্মণের কাছে। সেখানে গিয়ে...
"...ব্রাহ্মণের কাছে আসল ব্যাপারটা জানতে চাইল। ব্রাহ্মণ বললেন:
আমি তো আমার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে আমার দুর্ভাগ্যের জন্যে শোক করছি, এমন সময় এক উদারচেতা আর অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এসে বললেন: আমি নিয়ে যাব দুষ্টটার খাবার, আমার জন্য ভয় কোর না।

তিনিই কাল বকের কাছে খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই এই লোকহিতকর কাজ করেছেন।

"মহারাজ, উৎফুল্ল নগরবাসীরা তখন বিস্ময় শ্রদ্ধায় সেই ব্রাহ্মণের সম্মানে এক উৎসবের আয়োজন করল। যে ব্রাহ্মণ তাদের মুক্তির আনন্দধ্বনি দিয়েছে তার সম্মানে।

উৎসবের শেষে তারা যে যার ঘরে ফিরে গেল আর পাণ্ডবেরা একচক্রাপুরে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থেকে গেল।

ব্যাসদেবের অমর ইতিহাস মহাভারতের, বৈশম্পায়ন কৃত পাঠের যে পরিবেশন আমরা করছি, তার, দশম পর্যায় এইভাবেই শেষ হল।

HURRY KIDS!
GET AN ATTRACTIVE 'ASIAN WILD LIFE ALBUM'
AND 100 'FOLD UP LETTERS'-FREE.
No entry fee!
No captions to write!
5 FROOTS
PLAIN TOFFEE
All you have to do is send us 4 empty 5 Froots packs along with a Re.1 postage stamp inside the envelope...
5 FROOTS ASIAN WILD LIFE ALBUM
RK
...And, we will send you an attractive 'Asian Wild life Album' –
Amit
Animal Picture Cards' available in every 5 Froots pack.
Complete the album with 'Animal Picture Cards' available in every 5 Froots pack. And receive 100 'Fold Up Letters' printed with your name and address.
Plus your album too!
What could be better than eating more and more of your favourite 5 Froots.
Much easier than a contest!
RAMKRISHNA FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
Shivajinagar, PUNE-411 005.
Phone: 54116-56250
AMC.85

"চকিতে ক্যাচগুলো ধরার জন্যে তোমাকে তীক্ষ্ণ নজরে তৎপর থাকতে হবে। আর তাই আমি কখনো আমার মলটোভা ড্রপ করি না।"

চৌকস্ ফিল্ডার কে. শ্রীকান্ত তরিৎগতি ছটফটে খেলোয়ার।

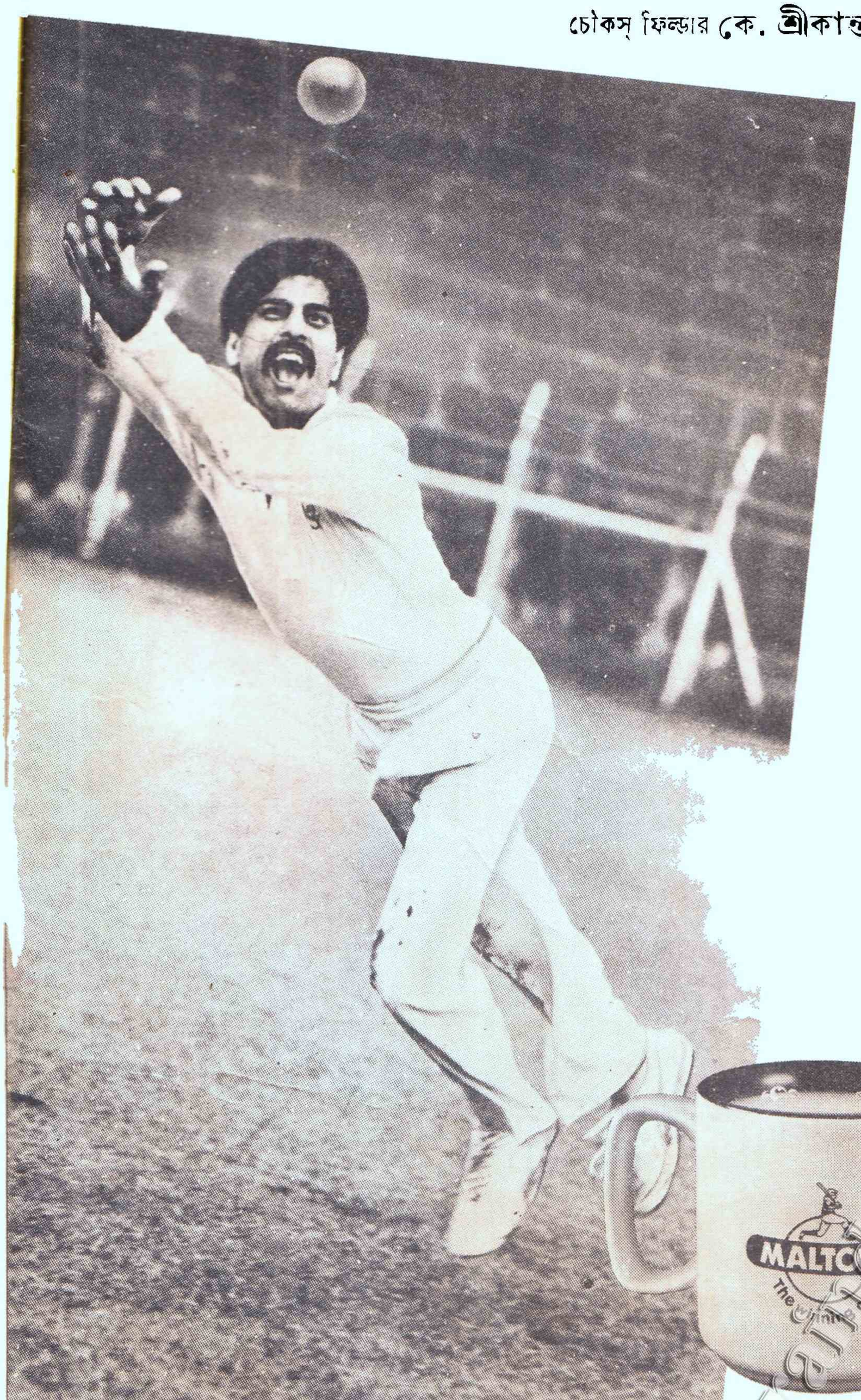

"আমার প্রতিদিন শুরু হয়
এক কাপ গরম গরম সুস্বাদু
মলটোভা দিয়ে। আমার
মলটোভাই একমাত্র পানীয়—
যাতে আছে
ঘন মল্টের
অশেষ গুণ,
মালাইদার ঘন
খাঁটি দুধ,
সুস্বাদু কোকো আর চিনি।
খেলার মাঠে অথবা অন্যত্র,
স্বাস্থ শক্তি ও উদ্যম যোগাতে
মলটোভা অনন্য।
যদি চ্যাম্পিয়ান হতে চাও
রোজ দু'বার মলটোভা খাও।"

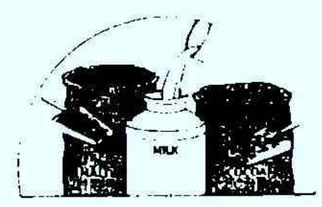

নতুন

মলটোভা

স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের মিলিত যোগে বিজয়ী সবার আগে!

FSA/JIL/1/85-BEN

TIME-TABLE

DAY	1	2	3	4	5	6	7	8
MON								
TUE								
WED								
THU								
FRI								
SAT								

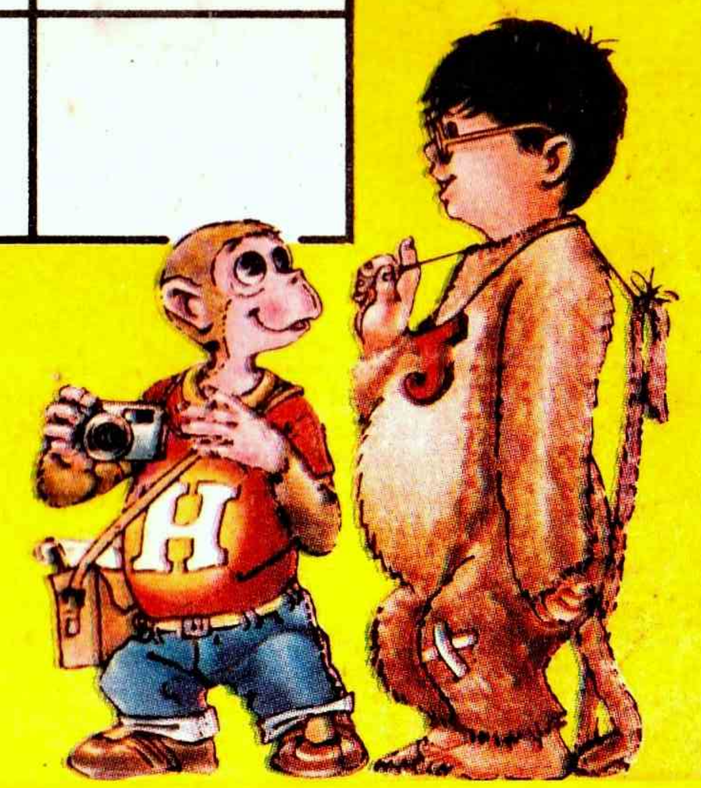

Life Insurance Corporation of India

Life Insurance – A symbol of love

Indraindrajal.blogspot.in